স্মৃতিস্তম্ভ এবং হস্তশিল্প রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রযুক্তি ও পদ্ধতির উপর আসেমের কর্মশালা, নয়াদিল্লি (ফেব্রুয়ারি ৬-৭, ২০১৭)

পররাষ্ট্রমন্ত্রক আইএনটিএসিএইচ-র সঙ্গে স্মৃতিস্তম্ভ এবং হস্তশিল্প রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি ও পদ্ধতির উপর আসেমের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল ৬-৭ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৭।

এশিয়া ইউরোপের জোট আসেম, এটি হল এই গ্রহের দুটি প্রাচীনতম এবং গতিশীল উপমহাদেশ এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতার একটি অনন্য মঞ্চ—এই গ্রুপ তৈরি হয়েছে পারস্পরিক সম্মতিরভিত্তিতে, যাতে উভয় মহাদেশ সার্বিকভাবে উপকৃত হয় তাদের বহুমুখী সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং সমসাময়িক বিশ্বে উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগের প্রেক্ষাপটে। আসেম সংলাপ প্রক্রিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা পারস্পরিক সম্মান এবং সমান অংশীদারিত্বের মনোভাবের ভিত্তির উপর গঠিত।

কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন এশিয়া ও ইউরোপ থেকে ৮০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারী, এর মধ্যে ছিলেন ব্যবসায়ী এবং নীতি নির্ধারণকারী, মিউজিওলজিস্ট, সংরক্ষণকারী, আর্কাইভিস্ট, শিক্ষার্থী এবং গবেষক ইত্যাদিরা। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এল. কে গুপ্তা, চেয়ারম্যান, আইএনটিএসিএইচ, স্বাগত ভাষণ দেন, এর পরই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শ্রীমতি প্রীতি সরণ, সচিব (পূর্ব), পররাষ্ট্রমন্ত্রক, শ্রীমতি পূজা কাপুর, যুগ্ম সচিব (এএসইএএনএমএল) বিদায়ী ভাষণ দেন।

কর্মশালায় বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সেশন অন্তর্ভূক্ত ছিল, এর মধ্যে—সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি'র বিষয়ে ভারত এবং আসেম দেশগুলির বিখ্যাত বক্তারা তাঁদের মত বিনিময় করেন। প্যানেল আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে ছিল যেমন— ছবি সংরক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, অলঙ্কার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটানো। আলোচনার পর

স্থান পরিদর্শন করা হয়, যেমন — আইএনটিএসিআইচ'র সংরক্ষণ ল্যাবরেটরি, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় অংকন কেন্দ্র এবং বিশ্ব হেরিটেজ সাইট হুমায়ুনের সমাধিসৌধ।

এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলিতে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বোঝার সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং দরকার তার নিশ্চিত সংরক্ষণ। প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তি ও কৌশলের বিবর্তন হয়েছে সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণার ফলে। এটা স্বীকৃত যে, যাই হোক, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহুপাক্ষিক যোগাযোগের বিস্তৃত সুযোগ দিয়েছে আসেম।

দু'দিনের এই প্রযুক্তিগত সেশনে শক্তি সেই সঙ্গে পদ্ধতি ও উন্নত যন্ত্রপাতি মিনার/ স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের আর্ট সংরক্ষণের শুরুটা ছিল ধীরগতিতে, কিন্তু, এখন অন্যদেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বায়ন এবং ইন্টারনেটের যুগে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগ বস্তুগত একইসঙ্গে প্রযুক্তিগত জ্ঞান দ্রত ও সহজে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে।

এই আলোচনা আসেম দেশগুলিকে মিনার ও শিল্পকর্ম সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সাধারণ মঞ্চে নিয়ে এসেছে, এই অনুশীলন সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল এবং প্রযুক্তির।

নয়াদিল্লি

ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০১৭